বদ্ধ ভিত্তিক পলুপালন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বন্দভিত্তিক পলুপালন

বাংলাদেশের আবহাওয়া রেশম চাষের অনুকূল হলেও বাস্তবে দেশের চারটি প্রধান পলুপালন বন্দের আবহাওয়া পলুপালনের জন্য একেবারে অনুকূল নয়। অগ্রহায়ণী ও চৈতা বন্দের আবহাওয়া পলুপালনের জন্য উপযোগী হওয়ায় মানসম্পন্ন অধিক গুটি উৎপন্ন হয়। অপর দিকে জৈষ্ঠ্যা ও ভাদুরী বন্দে পাতার উৎপাদন অন্যান্য বন্দের তুলনায় প্রায় দ্বি-গুণ হলেও শুধুমাত্র প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে পলুপালনে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। আর এ কারণে গুটি উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং উৎপাদিত গুটির মানও অনেক খারাপ হয়। ফলশ্রুতিতে গরীব রেশম চাষীদের আগ্রহ ও অর্থনৈতিক কাঠামো পঙ্গু করে দেয় যা অনেক সময়ই রেশম শিল্পকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। বিষয়টি দেশের রেশম শিল্পের উন্নয়নে চরম বাধা উপলব্ধি করতঃ বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিগত ২০০১ হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে পলু-পালনের বন্দ উপযোগী কিছু কলাকৌশল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ফলে পলুর মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাসসহ গুটির উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

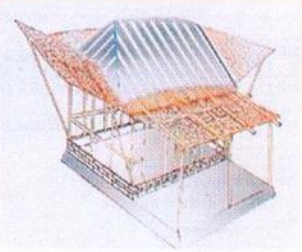

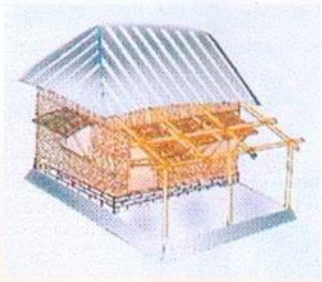

বন্দ ভিত্তিক পলুপালন ব্যবস্থাপনাগুলো নিম্নরূপঃ

❖ অগ্রহায়নী বন্দে কি করবেন?

- চাকী অবস্থায় পলুর ডালায় পাতার নীচে ও উপরে পলিথিন দিয়ে ঢেকে পলুপালন করা।

- পলুর বয়সানুপাতে আদর্শ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা।
- তাপমাত্রা কম হলে টিন দিয়ে স্বল্প মূল্যের চুল্লা বানিয়ে কাঠ কয়লা জ্বালিয়ে একবারে ধোয়ামুক্ত করে পলুঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা।
- আর্দ্রতা একেবারে কমে গেলে পলুঘরের কোনায় কোনায় চাড়িতে পানি রাখা অথবা পানি ফুটিয়ে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করা।
- আর্দ্রতা কম হওয়ার কারণে পাতা যাতে না শুকায় সেজন্য পাতা ঘরে মাঝে মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- রেশম গবেষণাগারের উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল দ্বিচক্রী × দ্বিচক্রী, বহুচক্রী × দ্বিচক্রী এবং বহুচক্রী × উন্নত বহুচক্রী শংকর পালন করা।

❖ চৈতা বন্দে কি করবেন?

- চাকী অবস্থায় ডালায় পাতার নীচে ও উপরে পলিথিন দিয়ে ঢেকে পলুপালন করা। কারণ এ সময় আর্দ্রতা অনেক কম থাকে।
- ভেজা চটের অথবা পলিথিন ব্যাগে পাতা সংগ্রহ করা।
- তবে বাঁশের ঝুঁড়ি ভেতর ও বাহির চট দিয়ে মুড়ানো অবস্থায় পাতা সংগ্রহের পূর্বে পানি দিয়ে ভিজিয়ে পাতা সংগ্রহ সবচেয়ে উত্তম।
- পাতা সংরক্ষনগার/খোলা জায়গায় উপর ও নীচে ভেজা চট রেখে হালকাভাবে পাতা সংরক্ষণ করা।
- ঘরের চারকোনে চাড়ীতে পানি রাখা। প্রয়োজনে পানি ফুটিয়ে আর্দ্রতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।
- এ বন্দে শুষ্ক আবহাওয়ার কারনে পাতাকে ধূলাবালি ও অন্যান্য ময়লা আবর্জনা থাকলে তা ভালভাবে মুছে পরিষ্কার করা অথবা পানিতে ধূয়ে পরিষ্কার পাতা সঠিক নিয়মে শুকিয়ে পলুকে খেতে দেয়া।
- এ বন্দে অনেক সময় ধরে পাতা সংরক্ষণ না করা।
- উন্নত উচ্চফলনশীল জাত যেমন, দ্বিচক্রী × দ্বিচক্রী অথবা বহুচক্রী × দ্বিচক্রী শংকর পলুপালন করা।

❖ জৈষ্ঠ্য বন্দে কি করবেন?

- চাকী অবস্থায় পলুপালনে ডালায় পাতার নীচে ও পাতার উপরে পলিথিন দিয়ে ঢেকে পলুপালন করা।
- সতেজ এবং অন্যান্য বন্দের তুলনায় পাতার সাইজ একটু বড় করে কেটে পলুপালন করা।
- দিনের বেলা পলুঘরের জানালা-দরজা বন্দ এবং সকাল-সন্ধ্যা খুলে রাখা।
- দিনের বেলা জানালা ও দরজায় খড়ের ঝাঁপ ব্যবহার করা এবং ঝাঁপকে মাঝে মধ্যে ভিজিয়ে দেয়া। ফলে ঘরের মধ্যে ঠান্ডা পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করবে।

- জানালায় চট/ছেড়া কাঁথা ঝুলিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে পানি স্প্রে করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- ঘড়ার চারদিকে অর্ধ ভেজা কাপড় টাঙ্গানোর মাধ্যমে ফল ভাল হয়।
- দুপুর বেলা ঘরের দেয়াল ও মেঝেতে পানি ছিটিয়ে সহজে তাপমাত্রা কমানো ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি সম্ভব।
- পলুকে ধূলি-বালিযুক্ত পাতা খেতে না দেয়া।
- পলুপালন ডালাগুলোকে সম্ভব হলে নীচের তাকে কিছুটা দূরত্বে রাখার ব্যবস্থা করা যাতে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘরে বৈদ্যুতিক ও টানা পাখার ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- দিনের সবচেয়ে ঠান্ডা সময় পাতা সংগ্রহ করা।
- অন্যান্য বন্দের চেয়ে ডালায় একটু বেশী জায়গা দেয়া। গবেষণাগারের উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহনশীল পলুর জাত যেমন- নিস্তারী × এইচটিএইচএইচআরবি × উন্নত বহুচক্রী শংকর পলুপালন করা।

❖ ভাদুরী বন্দে কি করবেন?

- বাতাস প্রবাহমুখী জানালা বন্দ রাখা এবং বিপরীত মুখী জানালা খুলে দেয়া।
- বৃষ্টির সময়ও জানালা-দরজা একেবারে বন্দ না করা এবং নির্গমন ছিদ্র খুলে রাখা।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় সিলিং ফ্যান/টানা পাখায় ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

- ডালায় পলু খুব ঘন না রাখা।
- এক তাক পর ডালা রেখে পলুপালন করা।
- অন্যান্য বন্দের তুলনায় একই সংখ্যক ডিমপালনে দেড়গুন ডালায় পলুপালন করা।
- এ বন্দে প্রয়োজনবোধে ৪ বারের পরিবর্তে ৩ বার খাবার দিয়ে পলুপালন করা।
- ঘরে যাতে ভ্যাপসা আবহাওয়ার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখা।
- আর্দ্রতা হ্রাসে ঘরের চারকোনে চাড়ীতে চুন রাখা।
- পলুঘরের সরঞ্জামাদি শুষ্ক রাখা।
- পলুঘরে কোন ক্রমেই পাতা সংরক্ষণ না করা।
- চিয়ানে এবং প্রয়োজনবোধে পলুপালনের অন্যান্য সময়ে পলুপাউডার ব্যবহার করা। রহা অবস্থায় পলুপাউডার ব্যবহার না করা।

- রহা অবস্থায় চুন ব্যবহার করা। প্রয়োজনে আর্দ্রতা হ্রাসে যে কোন সময় খাবার দেয়ার পূর্বে বেডে চুন দিয়ে তারপর খাবার দেয়া।
- এ বন্দে অধিক সময় সংরক্ষণ করা পাতা দিয়ে পলুপালনে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
- একটানা বৃষ্টি হলে ভেজা পাতা পলুকে খেতে না দিয়ে পাতা সংগ্রহ করে ভালভাবে শুকানোর পর ব্যবহার করা।
- গবেষণাগারের উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল অধিক তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সহনশীল পলুর শংকর জাত পালন করা।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পরিচালক
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী-৬২০৭
টেলিফোন ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৬২৯৬
৭৭১৭০৪-০৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭০৯১৩
ই-মেইল ঃ bsrti@bttb.net.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.bsrti.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৮

ডিজাইন ও মুদ্রণঃ উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৩৭৮২